২০-১১-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এখন শ্রীমতের উপর মন এবং বুদ্ধির বিভ্রান্তিকে বন্ধ করো, এক বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে বুদ্ধির যোগ লাগাও তখন সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- বাবা সঙ্গম যুগে তোমাদের কি এমন পুরুষার্থ করান, যা সমগ্র কল্পে কখনো হয় না ?

উত্তর :- বন্ধন থেকে বুদ্ধির যোগ মুক্ত করে সম্বন্ধের হিসাবে বুদ্ধিযোগ জোড়ার পুরুষার্থ বাবা এখন তোমাদের করান । এই সময়ই তোমাদের একদিকে সম্বন্ধ টানতে থাকে তো একাদিকে বন্ধন । এই যুদ্ধ চলতেই থাকে । আসুরী বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে আসার এই হলো সময় কেননা ঈশ্বরকে যথার্থ রূপে তোমরা এখনই জানতে পারো । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বললে সম্বন্ধ জোড়ার বদলে ভেঙ্গে যায়, বুদ্ধি বিপরীত দিকে চলে যায় তাই যখন যথার্থ পরিচয় পেয়েছো তখন তাঁর সম্বন্ধে আসার পুরুষার্থ করো ।

গীত :- ধৈর্য ধর রে হে মন.....

ওম্ শান্তি । মনুষ্য মাত্রের মন আর বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মার যে মন আর বুদ্ধি আছে তা অনেক প্রকারের ভ্রমের মধ্যে ঘুরতে থাকে । এখানে তোমরা বাচ্চারা অনেক প্রকারের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করছো । আত্মা বলে, আমার মন চঞ্চল । এখন বাবা বলেন, তোমাদের এই চঞ্চলতার দরকার নেই । অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের মন আর বুদ্ধির বিভ্রান্তিতে তোমরা হয়রান হয়ে গেছো । এখন শ্রীমতে চলে মন বুদ্ধির এই চঞ্চলতা বন্ধ করো । একদিকেই বুদ্ধির যোগ লাগাও, দেহ - অভিমানে এসে অনেক বিভ্রান্ত হয়েছো । অনেকপ্রকারের মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদির বন্ধন থাকে । বাবা বলেন - এই সবকিছু ছাড়ো, একের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত করো । মানুষ বলে, আমার মন খুব চঞ্চল । একের সম্বন্ধে জুড়ে থাকতে পারি না । আমরা চাই এমন মিষ্টি - মিষ্টি বেহদের সুখপ্রদানকারী বাবার সাথে যোগ পাকা করি, কোথাও যেন বুদ্ধির চঞ্চলতা না হয় । বাবা বলেন, অর্ধেক কল্প ধরে আসুরী মতে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা হয়রান হয়ে গেছো । এখন এই হয়রানি ছেড়ে দাও । 'আমি আত্মা' এই কথা ভুলে যাওয়াতেই মানুষ ভাবে যে 'আমি দেহ'। তখন দেহের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যায় । বাবা এমন বলেন না যে সবকিছু ছেড়ে দাও, কিন্তু তোমরা এই মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকেও ঈশ্বরীয় সম্বন্ধকে স্মরণ করো । এ হলো বন্ধন আর ওই হলো সম্বন্ধ । বন্ধন হলো দুঃখের । সম্বন্ধ হলো সুখের । বন্ধন আর সম্বন্ধ দুইই আলাদা । বন্ধন অক্ষর হলো পুরানো দুনিয়ার, আর সম্বন্ধ অক্ষর নতুন দুনিয়ার । এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে যাচ্ছো তাই নতুন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ জোড়ো । এই বন্ধনে থেকেই সম্বন্ধের জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । সম্বন্ধ কার সাথে রাখতে হবে ? এমন তো কেউ নেই যে বলবে 'মনমনাভব', 'মধ্যাজী ভব', আর এও বলবে যে বেহদের বাবা আর বেহদের সুখের বর্ষার সাথে সম্বন্ধ রাখো । বাবাই এই সম্বন্ধ জুড়ে দেন । যখন তোমরা বন্ধনে থাকো তখন কোনো মানুষই তোমাদের এই পুরুষার্থ করাতে পারে না । একমাত্র বাবাই তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্বন্ধে নিয়ে আসেন । বন্ধন হলো মায়াবী রাজ্যের, আর সম্বন্ধ হলো রামরাজ্যে বা ঈশ্বরীয় রাজ্যে সত্যযুগকে ঈশ্বরীয় রাজ্য আর এই যুগকে আসুরী রাজ্য বলা হয় কেননা সত্যযুগ ঈশ্বর স্থাপন করেন । সেখানে উঁচু পদ পাওয়ানোর জন্য তিনি বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । কেবল এই সঙ্গমেই সম্বন্ধের পুরুষার্থ হয়, আর কোনো যুগেই এই পুরুষার্থ হয় না ।

বাবা বলেন, আমি এসেই তোমাদের বন্ধন মুক্ত করে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধের বুদ্ধিযোগ লাগানোর পুরুষার্থ করাই । সত্যযুগে নতুন সম্বন্ধের প্রালব্ধ এখনকার পুরুষার্থের ফলেই পাওয়া যায় । যে সম্বন্ধকে জানেই না সে কিভাবে পুরুষার্থ করবে । এমন তো অবশ্যই হবে যে একদিকে সম্বন্ধ টানবে আর একদিকে বন্ধন । এমন লড়াই হয়ই । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে সম্বন্ধের কোনো কথাই নেই । দ্বাপর আর কলিযুগেও সম্বন্ধের কোনো কথা থাকে না । এই সঙ্গমেই সম্বন্ধ আর বন্ধনের খেয়াল আসে । এখন তোমরা জানো যে আমরা আসুরী বন্ধন থেকে ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে যাচ্ছি । সঙ্গম হলো পুরুষার্থের যুগ । তোমরাই বন্ধন আর সম্বন্ধ সম্পর্কে জানো । আসুরী বন্ধনে রাবণ নিয়ে এসেছে । ঈশ্বর আবার ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে নিয়ে যায় । বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ তাঁর সাথে জুড়ে দেন, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও । ভক্তিতে যে পুরুষার্থ করা হয়, সে হলো অযথার্থ । যথার্থ পুরুষার্থ একমাত্র পরমপিতাই করান । সর্বব্যাপী জ্ঞানে পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না, আরো ভেঙ্গে যায় । এখন তোমরা এক বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়েছো আর স্বর্গে বৈকুন্ঠের রাজত্বের জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । শাস্ত্রে তো ভগবান উবাচঃ এক অর্জুনের জন্যই লিখে দিয়েছে । কিন্তু থোড়াই একজন অর্জুন হবে । ভগবান তো রাজযোগ অনেককেই শিখিয়েছিলেন। না হলে স্বর্গের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হবে । দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে আমি ভবিষ্যৎ জন্ম জন্মান্তরের জন্য পুরুষার্থ করছি । এ কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই করতে পারো । এ তো নিশ্চিতই যে আমাদের দৈবী রাজধানী নাটকের নিয়ম অনুসারে অবশ্যই স্থাপন হবে । আমরা না চাইলেও তা অবশ্যই হবে । স্থাপনা না হওয়া অসম্ভব । ড্রামা অবশ্যই এই স্থাপন করাবে । ড্রামা আগের কল্পের মতো অবশ্যই আমাদের পুরুষার্থ করাবে । কিন্তু শ্রীমতে চলতে হবে । ড্রামা বলে নিজের মত চালানো যাবে না । তোমরা জানো যে ড্রামা অনুসারে ভারতকে স্বর্গ অবশ্যই হতে হবে, তবুও উঁচু পদের জন্য বাবা তোমাদের শ্রীমতে চলে পুরুষার্থ করান । সময়ও পরিবর্তন হচ্ছে । ড্রামার নিয়ম অনুসারে এখন বাবা এসেছেন । তিনি বলেন, এই সঙ্গমযুগ হলো পুরুষার্থ করার । তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । সঙ্গমের অনেক মহিমা । ও হলো নদী আর সাগরের সঙ্গম আর এই সঙ্গম তো তোমাদের এখন হয় । বাবা বলেন, আমি এই সঙ্গম যুগে যুগেই আসি । সারা দুনিয়া অবশ্যই পতিত হয় । আবার এই পতিত থেকেই পবিত্র দুনিয়ায় অবশ্যই পরিণত হয় । যতো মানুষ আছে সকলকেই হিসেব – নিকেশ শোধ করে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । এ হলো শেষ সময়, পবিত্র হওয়া ছাড়া কোনো সজনীই পরমপিতা পরমাত্মা সাজনের পিছনে যেতে পারবে না । তোমরা দেখেছো, যখন পঙ্গপাল ওড়ে তখন তাদের এক লিডার থাকে, তাদের পিছনেই সমস্ত দল থাকে । এও তেমনই । সাজন এসেছেন তোমাদের সুন্দর বানাতে । তোমরা সকলেই পাবিত্র হয়ে যাবে তারপর যখন আমি আসবো তখন তোমরা সকল আত্মা সজনীরা দলে দলে আমার পিছনে যেতে থাকবে । তোমরা সজনীরা জানো যে আমরা শরীর ছেড়ে সাজনের পিছনে যাবো । ভগবান হলো এক আর ভক্তি অনেক । এক একজন এক একজনকে মানে । কেউ আবার বলে – এই সংসার বানানোই হয় নি । যে যা বলেছে, তাই মেনে নিয়েছে । নিজের মত বা মনুষ্য মতকে ভ্রম বলা হয় । বাবা এসে এই ভ্রম থেকে উদ্ধার করেন । এ হলোই দুঃখধাম । এখন সুখধামে যাবার জন্য তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো । নিরাকার বাবার মত পাচ্ছো । সাকার মনুষ্য থেকে কখনোই শ্রীমত পাওয়া যায় না । রাবণ রাজ্যে আসুরী সম্প্রদায়কে এক পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই শ্রীমত দিতে পারে না যাতে তারা শ্রেষ্ঠ হতে পারে । দিনে দিনে মানুষ আরো ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তাদের সব অবতরণের কলা, তোমাদের হলো উত্তরণের কলা । তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হও তারপর তোমাদেরও অবতরণের কলা শুরু হয় । দেবতা থেকে তোমরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র হবে । এখন

তোমাদের উত্তরণের কলা । উত্তরণের কলায় সকলের মঙ্গল । সবাই মুক্তিধামে যাবে আর তোমরা যাবে জীবনমুক্তিধামে । ভারত কখনোই খালি হয় না । যখন স্বর্গ থাকে তখন অন্য খণ্ড থাকে না । ইসলামী, বৌদ্ধ এরা তো অনেক পরে আসে । অনেক আগে চন্দ্রবংশী রামরাজ্য ছিলো । তারও আগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । ক্রাইস্ট যখন ছিলো না তখন বৌদ্ধ ছিলো, বৌদ্ধ যখন ছিলো না তখন ইসলামী ছিলো । যখন ইসলামী ছিলো না তখন রামরাজ্য ছিলো । তারও আগে সূর্যবংশী ছিলো । এখন সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী এই দুই ঘরানা আর নেই । বাবা এসে তিন ধর্ম স্থাপন করেন । তোমরা ব্রহ্মামুখ বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ, দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । শূদ্ররা পুরুষার্থ করে না, ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মার দ্বারা শ্রীমত পায়, যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবতা হতে চলেছো । বাকি অল্প সময় আছে - বিনাশ এলো বলে । পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকছে । খারাপ হতে সময় লাগে না । যদি একজন বোমা ফেলে তাহলে অন্যেও ফেলতে শুরু করবে । তোমরা সূক্ষ্মবতন, মূলবতন, বৈকুন্ঠ দেখে আসো । সাক্ষাৎকার হয় । কৃষ্ণপুরীরও সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু ওখানে যেতে পারে না । যাওয়ার সময় তো তখন হবে যখন শিববাবা সাথে করে নিয়ে যাবে, বাকি সব সাক্ষাৎকার হয় ।

এখন তোমাদের ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধ জুড়েছে । তোমাদের পিছন রাবণ রাজ্যের দিকে । মুখ রামরাজ্যের দিকে । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের । বর্ণ হলো অবিনাশী । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ অবশ্যই চাই । তোমরা ব্রাহ্মণরা আশীর্বাদী বর্সা দাদুর থেকে পাও । স্বর্গের স্থাপনকারী, রাজযোগ শিক্ষাকারী হলেন শিববাবা । এই ঈশ্বরীয় আশীর্বাদী বর্সা অর্ধেক কল্প ধরে চলে, তারপর হয় আসুরী বর্সা । এই উত্তরণের কলা ২১ জন্মের পরে সম্পূর্ণ হবে । তারপর আসুরী রাজ্য শুরু হবে, এই রাবণই হলো অসুর । পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় বিন্দুর মতো । দুনিয়া এই কথা জানে না যে শিবের রূপ কেমন । তারা ভাবে যে এত বড় লিঙ্গ । এমনিতে আমি পরমাত্মার রূপও বিন্দুর মতো । তোমরা যেমন ঝলমলে তারার মতো, তেমনই আমিও এক ঝলমলে তারা । আমি সর্বদা পরমধামে থাকি, এই জন্ম - মরণে আসি না । তোমরাই জন্ম - মরণে আসো । আমি যেহেতু পতিত - পাবন তাই অবশ্যই আমাকে পরমধামে থাকতে হয় । এখন আমি তোমাদের পবিত্র করছি । এখানে প্রাপ্তি অনেক । ২১ জন্মের জন্য তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তোমাদের এই দুনিয়াকে বুদ্ধিযোগের দ্বারাই ভুলতে হবে । মানুষ বলে যে, এই বাচ্চা বা এই ধন স্বয়ং ঈশ্বর দিয়েছেন । এখন বাবা বলেন, এই সবই তো শেষ হয়ে যাবে । এতে তো কিছুই নেই তাই মমত্ব ছেড়ে দাও । ভগবান তোমাদের থেকে নিয়ে কি করবে ? তোমরা কেবল মমত্ব দূর করো । এ তো খুবই অল্প । আমি তো এর পরিবর্তে তোমাদের স্বর্গের অধিকার দিই । যেমন বাবা নতুন বাড়ি তৈরী করলে সন্তানদের মমত্ব পুরানো থেকে দূর হয়ে নতুনের সাথে জুড়ে যায় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া ভস্ম হয়েই যাবে । এখন আমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে তাই মমত্ব দূর করে নতুন দুনিয়ার সাথে জুড়তে হবে । কলিযুগের পর সত্যযুগকে আসতে হবে । যেমন রাতের পরে দিন আর দিনের পরে রাত আসে । এ তো বেহদের দিন আর রাতের কথা । অর্ধকল্প হলো জ্ঞানের প্রালব্ধ । আর অর্ধকল্প হলো ভক্তি । যখন তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন আমি আসি । এখন তো ভক্তিও ব্যভিচারী । মানুষ আমাকে কোণায় - কোণায়, নুড়ি - পাথরে বলে দেয় । পাথরকে পুজো করার জন্য রেখে দেয় । পাথরকেই শিব বলে দেয় । পুজোর জন্য পাথরের প্রতিমা বানানো হয়েছে । ভক্তিমার্গে এমন সামগ্রী অনেক আছে । জন্ম জন্মান্তর ধরে মানুষ যজ্ঞ - তপ - তীর্থ ইত্যাদি করে আসছে, শাস্ত্র পড়ে আসছে । বাবা বলেন, এই সবকিছুর দ্বারা তুমি আমাকে প্রাপ্ত করতে পারো না ।

তোমরা নিজেরাই বলো যে, হে পতিত - পাবন এসো । পতিত আত্মারা তো যেতে পারবে না । বাবা তো খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । গানও আছে যে, কিছু ধৈর্য তো ধরো । শ্রীমতে চলো তাহলেই তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । ২১ জন্মের জন্য তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । এক এই পারলৌকিক বাবাই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দেন । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না । তোমরা ৫০০০ বছর বাদে বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্সা নিতে এসেছো । যারা এসে অল্প কিছুও শুনবে তারাও স্বর্গে এসে যাবে, কিন্তু উঁচু পদ পেতে পারবে না । যত যোগে থাকবে ততই পবিত্র হতে থাকবে আর উঁচু পদের অধিকারী হবে । শিববাবাকে স্মরণে রাখতে হবে আর সৃষ্টি চক্র ঘোরাতে হবে, অন্যকেও বোঝাতে হবে যে এতে অনেক উঁচু পদ মিলবে । বাবা বলেন যে অজামিলের মতো পাপীদেরও উদ্ধার হয়ে যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মৃত্যুলোকের বন্ধনে থেকে সুখের সম্বন্ধকে স্মরণ করতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে মন আর বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে ।

২) পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে তাই এর থেকে মমত্ব দূর করতে হবে । সব ভ্রম থেকে বুদ্ধির যোগ দূর করার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে ।

বরদান :- দুঃখের ঢেউ থেকে পৃথক থেকে প্রভু প্রেমের অনুভব করে খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হও ।

সঙ্গমের সময় দুঃখের ঢেউয়ের যে কোনো কথা সামনে আসবে কিন্তু নিজেকে সেই দুঃখে দুঃখী করো না । যেমন গরমের সময় গরম হবে কিন্তু নিজেকে বাঁচানো নিজের উপর । তাই দুঃখের কথা শুনেও যেন মনে তার প্রভাব না পড়ে । যখন এই দুঃখের ঢেউ থেকে মুক্ত হতে পারবে, তখনই প্রভুর প্রিয় হতে পারবে । যারা এমন পৃথক আর পরমাত্মার প্রিয়, তারাই খুশীর সম্পদে সম্পন্ন ।

স্লোগান :- ত্রিকালদর্শী বা ত্রিনেত্রী সে-ই যে মায়ার বহুরূপীকে সহজেই চিনতে পারে ।